ক্লোনিং

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

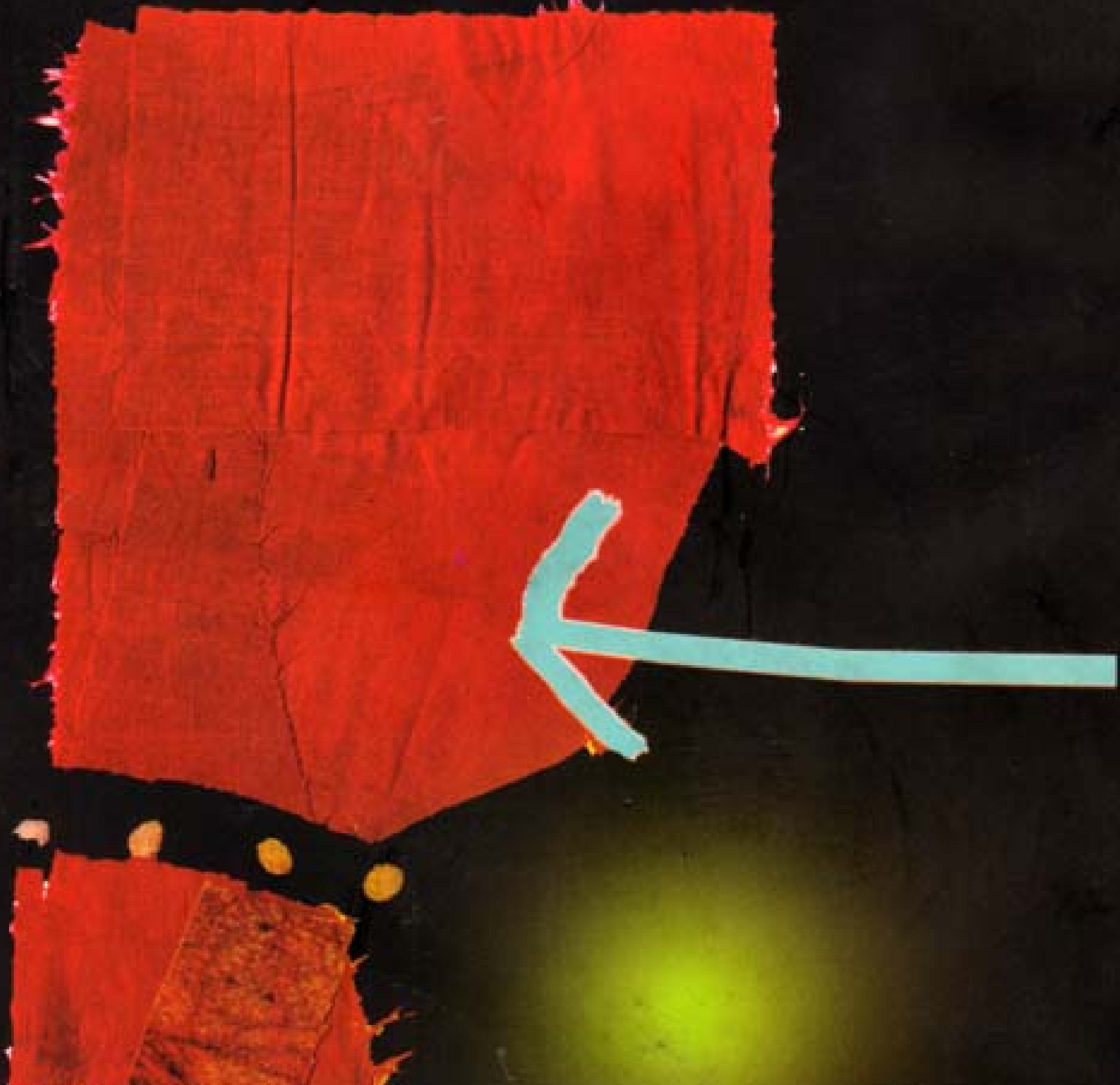

ক্লোনিং নিটোল প্রেমের কাব্যগ্রন্থ। ভালবাসার সুললিত ঝংকার। প্রণয়ের হৃদয় নিংড়ানো ফল্গুধারা। প্রেমীর আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ। গোটা সৃষ্টির পাতায়-পাতায় আর পরতে-পরতে প্রেম ও প্রণয়ের যে আকুতি, সে প্রবাহ ইথারের স্পন্দনে সঞ্চারিত হয় দেহ থেকে দেহান্তরে, প্রাণ থেকে প্রাণান্তরে। কখনো তা বিরহের চাদরে দেহ মন ঢেকে দেয়, আবার কখনো দোলন চাঁপার শ্বেত শুভ্র ঘ্রাণে মনকে উদ্বেলিত করে। সে প্রেম ছাড়া প্রাণ হয় প্রাণহীন। সবকিছুর ক্লোনিং হয়, প্রেমাস্পদের ক্লোনিং হয় না। প্রেম, প্রেমাসক্তি ও প্রেমাস্পদ অবিভক্ত, অখণ্ডনীয় ও অতুলনীয়। এমন প্রেমই বাঁচার প্রেরণা, প্রাণশক্তি। ক্লোনিং কাব্যগ্রন্থের এটাই মূলমন্ত্র।

ক্লোনিং

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

কথামালা

ক্লোনিং

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

©
কথামালা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
উত্তম সেন

প্রকাশক
কথামালা
বাড়ি ১৪, রোড ২৮, সেক্টর ৭,
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন ০১৬৭৮৬৬৪৪০৩

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ হাবিবুর রহমান

মুদ্রণ
মেভিস প্রিন্টার্স
১৪৫, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

পরিবেশক
কালিকলম প্রকাশনা
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (৫ম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০
ফোন : ০১৯২৭৩৭৯৭৩৬

মূল্য
১২০/- টাকা

Cloning

Abul Hasan M. Sadeq

First Edition : February 2013
Cover design : Uttam Shen
Published by: Kothamala
House-14, Road-28, Sector-7, Uttara Model Town, Dhaka-1230.
Price: Tk.120.00; $ 5.00
ISBN 978-984-33-7098-3

উৎসর্গ

তোমাকে...
ভালবেসে...

অনন্ত প্রশান্তির কামনায় ভালবাসো

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

প্রেম সঙ্গীত

কোকিলের কুহু কুহু
মশার গুণগুণানি
পাখিদের কলতান
বঁধূর চুরির ঝনঝনানি।

ঝরঝর বারিধারা
বহমান স্রোতস্মিনী
তোমারই প্রেম সঙ্গীত
চলে দিবস রজনী।

তোমাকেই চাই

যদি দরিয়াতে মোরে ভাসিয়ে দাও
তবু আমি তোমাকেই চাই
যদি সবকিছু ছিনিয়ে নাও
তবু আমি তোমাকেই চাই।

যদি কাছে একটু স্থান দাও
আর কিছু নাহি চাই
নিঃস্ব যদিও সবার কাছে
আমার মতো ধনী নাই।

তোমার জন্য আমি

যখন ছিল না কিছু
তুমি ছিলে
এখন আছে সবই
তোমাকে মিলে।

যখন রবে না কিছু
থাকবে শুধু তুমি
তোমাকে পাওয়ার জন্য
ঘুরে ফিরি আমি।

কৃতঘ্নের প্রতি করুণা

পেয়েছি অনেক
দিতে পারিনি
দিয়েছো অনেক
হিসাব করিনি।

ভুল হয় জানি
অপরাধ মানি।

তবু সম্মান হানি
করো না মোর
পাওনা শাস্তিও
করে দাও দূর।

ভুল

কতো যে তোমায় চাই
চাইতে জানি না
ভালবাসতে চাই তোমায়
বাস্‌তে জানি না।

জানি আমি ভুল করে চাই
সে ভুল ধরো না
ভুলের পরেও ভুল
শাস্তি দিও না।

ক্ষত

তুমি যদি ক্ষত হও
হৃদয় ভরে
যতনে রেখে দেব
আদর করে।

ক্ষত নিরাময়
চাই না আমি
তা হলে যে
হারাও তুমি।

যেখানে তুমি নেই
হয় না নিরাময়
কাঁটাবিহীন গোলাপ
নয় মধুময়।

ক্লোনিং

ক্লোনিং চলে আজ
নর নারী সবার
ক্লোনিং চলে না
শুধুই তোমার।

তুমি ছাড়া কেউ নেই

নেই কেউ আর
এ বিশ্বে আমার
তুমি ছাড়া।

দিয়ে শুধু যাও
কিছুই না চাও
আমাকে ছাড়া।

আমার কিছুই নাই
দিতে পারি তোমায়
হৃদয় ছাড়া।

তোমায় ছাড়া চলার পথে

সৌন্দর্যের অর্থ নেই
যদি না থাকে মেধা
চেহারার মূল্য নেই
হারিয়ে মাধুরী সুধা।

গানের সুরে স্বাদ নেই
আবেগহীন নদীর বাঁকে
সম্পদে কোন লাভ নেই
শান্তি যদি না থাকে।

হাসিতে কোন রস নেই
প্রাণহীন হৃদয় হতে
জীবনের কোন অর্থ নেই
তোমায় ছাড়া চলার পথে।

তুমি যে আমার

যে রূপেই ভাবি তোমায়
তাই ভাল লাগে
যে নামেই ডাকি তোমায়
শুধুই ভাল লাগে।

তারো চেয়ে
মউ মউ
মধুময়
সুধাময়
যদি দেই
নতুন নাম তোমার
আর বলি
তুমি যে আমার।

ভালবাসি শুধু তোমাকেই

ব্যথা দিই জানি
তবু ভালবাসি শুধু তোমাকেই
বিশ্বাস রাখিনি মানি
তবু চাই শুধু তোমাকেই।

যাতে খুশী তুমি
করি না তা
যাতে নাখোশ তুমি
সদা করি তা।

তবু দেখো হৃদয় চিরে
সেথা আছ শুধুই তুমি
শুধুই তুমি, শুধুই তুমি
আর কেউ নেই হৃদয় জুড়ে।

ছুড়ে ফেলতে পারবে না আমায়
জীবনে মরণে চাই শুধুই তোমায়।

বিশ্বাস

যেখানে আছে বিশ্বাস
সেখানে প্রেম আছে
যেখানে আছে প্রেম
সেখানে শান্তি আছে।

যেখানে আছে শান্তি
সেখানে বিধাতা আছে
যেখানে আছে বিধাতা
সেখানে সবই আছে।

ছবি

আজি তোমাকে দেবো উপহার
মায়াবী কবিতার এক সমাহার
লিখে লিখে রাত যায় বয়ে
সে লেখা ফুটে তোমার ছবি হয়ে।

তোমার মতো সাজাও মোরে

যাতে তুমি খুশি হও
তেমনি আমায় সাজিয়ে নাও
যাতে তুমি খুশী নও
তা থেকে আমায় ফিরিয়ে নাও।

তাকেই ভাবো

যতো তুমি নিজকে ভাবো
স্মরণ করো নিজের কথা
তার চেয়ে অধিক ভাবো
স্মরণ করো তারি কথা
তবেই সাজে প্রেমের আশা
সত্যি হয় ভালবাসা।

তোমাকে পেতে

যেখানে তাকাই
তুমিই তুমি
যেখানে যাই
শুধুই তুমি।

তুমি এখানে
তুমি সেখানে
কিন্তু একি ছলনা
চুপিসারে বলো না
এতো করে চাই
পেয়েও হারাই।

পাই না কেনো তোমায়
আমার করে
চির তরে
প্রাণ ভরে।

শুধু তোমাকেই চাই

আরেকটা দিন আরেকটা মাস
আরেকটা অশ্রু আরেকটা নিঃশ্বাস
আরেকটা গ্রীষ্ম আরেকটা শীত
আরেকটা ভবিষ্যৎ আরেকটা অতীত।

আছে অনেক আরেকটা
আছে অনেক ঘর বাড়ী ভূমি
শুধু নেই আরেকটা "তুমি"
তোমাকে ছাড়া চাই না কিছু অন্য
তোমারই পরশে হতে চাই ধন্য।

তোমারি ছায়া

তুমিই শেখালে ভালবাসা
রক্ত গোলাপের পাপড়িতে ঠাসা
রেণুতে মুখরিত রঞ্জিত কায়া
সে যে তোমারি ছায়া।

বাঁচিও আমায়

প্রেম যদি অশ্রু হয়
তোমাকে দিতে চাই অশ্রু বন্যা
যদি ভেসে যাই সে বন্যায়
বুকে জড়িয়ে বাঁচিও আমায়।

অন্ধ ভালবাসা

ভালবাসার চোখ আছে
তবু তা অন্ধ
তোমার জন্যই খোলা এ দ্বার
সবার জন্য বন্ধ।

স্বপ্নের রাতের স্বপন

একটা স্বপ্নের রাতের স্বপন
দেখেছি সারা জীবন
দেখা দেবে তুমি কখন
রাতের নিশিতে একাকী গোপন!

ফিরিয়ো না আমায়

যা আমায় করতে বলো
পারি না তা করতে
যা আমায় ছাড়তে বলো
পারি না তা ছাড়তে।

কথা দিই অনেক বার
রাখতে তা পারি না
তবু মন তোমাকেই চায়
আমায় ফিরিয়ে দিয়ো না।

জগতের পাতায় পাতায়

আঁধার কতো আলো ছড়ায়
আলো ছড়ায় কতো আঁধার
তা দেখার চোখ কই?

এই জগতের পাতায় পাতায়
কতো ধন কতো সম্ভার
তা বুঝবার হৃদয় কই?

নাও আপন করে

রেণু ছাড়া ফুল হয় না
ফুল ছাড়া হয় না ঘ্রাণ
প্রেম ছাড়া প্রেমিক হয় না
প্রেমিক ছাড়া নাচে না প্রাণ।

প্রেমিক বিনা মাশুক হয় না
মাশুক ছাড়া প্রেমিক সয় না
তুমি ছাড়া আমি নাই
পেয়েও সব হারাই।

ধরা দাও ধরা দাও
যেয়ো না দূরে
ঠাঁই দাও ঠাঁই দাও
নাও আপন করে।

হৃদয়ে তোমারি নাম

ধুক ধুক বাজে বুকে
শুধু তোমারি নাম
হৃদয়ের পরতে পরতে
অংকিত সেই নাম।

হৃদয়ে তোমার ধাম
বাজে ধুম ধাম
হাম তুম হাম
সুবেহ্ শাম।

পিয়ার হ্যায় ছাচ্

কতো যে ভালবাসি
বুঝাতে পারি না
হৃদয়ে শুধু তুমিই তুমি
দেখাতে পারি না।

আই লাভ ইউ সো মাচ্
মেরা পিয়ার হ্যায় ছাচ্।

প্রেমালিঙ্গণ

দুনিয়া ঘুমায়
নিঝুম নিরালায়
প্রবল মিলনাকর্ষণে
জড়াতে প্রেমালিঙ্গণে
উঠেছি কামনায়
ফিরাবে না আমায়।

প্রেমের বিনিময়

প্রেমের বিনিময়ে প্রেম
পেতে আমি পারবো না
ভালবেসেই ভালবাসো
এই তো মোর কামনা।

ভালবাসা

জীবন ভরে
বাইরে ঘরে
পড়েছি
শুনেছি
চেয়েছি
একটু ভালবাসা।

তোমার মাঝে
স্বপ্নের সাজে
এঁকেছি
পেয়েছি
নিয়েছি
সেই ভালবাসা।

তুমি আছ

তুমি আছ হৃদয় মনে
তুমি আছ মোর সনে
তুমি আছ
এই ভূবনে।
তুমি আছ
সব কায়া-ছায়ার মাঝে
তুমি আছ
কামনার সাঝে
তোমারি ঝংকার বাজে
শয়নে স্বপনে।
তুমি আছ হেথা
তুমি আছ হোথা
নই আমি নই কিছু
তুমি বিহনে।
তুমি আছ তবু
পাই না তোমায়
আকুতি আর মিনতি
ধরা দাও আমায়
মায়াবী পরশে
করুণার আবেশে
এ ভূবনে
সে ভূবনে।

এই গোধুলি লগনে

মনের অজান্তে বাসা বেঁধেছিল
এক অচেনা কামনার স্বপন
লালন করেছি
দিনের পর দিন
রাতের পর রাত
বছরের পর বছর
মানস জগতের অতলান্ত গভীরে।

নেই কোন ছোঁয়ার পরশ
আবছা বাসনায়
শুধু দোলা দিয়ে যায়
এতো কাছে তবু এতো দূরে
দু'চোখ বন্ধ করলেই খুলে যায়
মনের দরোজা
কামনার ডাগর চোখের ইশারায়
কথা হয়ে আসে
মায়া হয়ে নাচে
চোখ খোলা মাত্রই হায়
ছায়া হয়ে চলে যায়
দূর বহু দূর
দিগন্তের তীরে।

লুকুচুরি

অগণিত রক্ত গোলাপের ভিড়ে
এক বিরল কৃষ্ণ গোলাপের সন্ধানে
কাটে এ নশ্বর জীবন
মরিচিকার ছলনায় ঝিলিমিলি
ছায়াপথে কামনার তারকার কিলিবিলি
বাসনার মহাকাশে আকস্মিক উল্কার ঝলক
মায়াবী মুচকি হাসির উল্কাপাত
আছে, তবু নাই
পাই, তবু হারাই
চলে এই ছলনার লুকুচুরি খেলা।

মোহময়তার অভিলাষ হয়ে
এই আছে এই নাই
ধরা নাই ছোঁয়া নাই
অপহৃত সে কামনা

রাতের আঁধারে প্রেম

জগত যখন নিদ্রায় মগ্ন ঘন আঁধারে
তুমি কেনো ডাকো আমারে
ডেকে যাও ধীরে
মধুময় গোপন তীরে
অগোচরে প্রেম দিতে
গোপন বাসরে প্রেম নিতে
জাগাও তবে এই আঁধারে
তোমার প্রেমের যোগ্য করে।

অভিমানিনী

ওগো অভিমানিনী
তুমি আমার বাসনা
দিবস রজনী।

জেগে রয় কামনার মনে
তোমার কোমলতা
উষ্ণ গভীরতা
দু'জনার স্বর্গীয় আসনে।

জাগাবে আবার
আখেরী রজনীতে
প্রেম নিবেদনে
বিধাতার সনে
স্বর্গরাহে সহযাত্রার ধরণীতে।

নেপথ্যের তুমি

কেউ জানে না
কোথা হতে ভাসে
রঙ্গ তরঙ্গ
আকাশে বাতাসে সৌরমণ্ডলে
জগতের অঙ্গে অঙ্গে
নাচে রঙ্গ মঞ্চ
নৃত্য তালে।

নেপথ্যের তুমি রিমোট
মহাশক্তি
নাও ভক্তি
ধরা দাও
এই চিত্তের গভীরে
দেহ মন প্রাণ
হৃদয়ের তীরে।

চুম্বন

আমি চুম্বন ভালবাসি, চুম্বন চাই
চুম্বনের চেয়ে মধুর কিছু নাই।

হৃদয়ের গভীরে অংকুরিত
প্রেম ভালবাসা
সঞ্চারিত চুম্বনের তড়িৎ প্রবাহে
মনের গভীরে ঢুকে মন
দেহের গভীরে দেহ
দেহ-মন হয় একাকার
চুম্বনে চুম্বনে।

চুম্বনে বয়ে যায় আবেগ
দেহ থেকে দেহান্তরে
কলমের চুম্বন
এঁকে দেয় কথামালায়
সুপ্ত যা লিখকের অন্তরে।

কাগজের ঠোঁটে গালে বুকে
কলমের প্রেম চুম্বন
নিষ্ঠায় এঁকে দেয় আবেগ মন
জ্ঞানী গুণী প্রেমিক বিজ্ঞানীর
সৃষ্টি হয় জ্ঞান বিজ্ঞান লিখনীর।

ঘরে ঘরে চাই
প্রেম নিবেদন
কাগজের কুমারী বুকে
কলমের প্রেম চুম্বন।

বেদনা দিও না

প্রেমিক যখন পদচারণে
কচ্ছপ গতিতে চলে তোমার সনে
তুমি আসো ধেয়ে
জড়াতে তাকে আলিঙ্গণে
তাই তো শুনেছি।

তোমার পানে
কেউ যখন এগিয়ে যায় ধেয়ে
তুমি আসো উল্কা হয়ে
সে আশা আমি
বুকে বেঁধেছি।

হৃদয়ে আছে প্রেম
আছে ভালবাসা
পারি না প্রকাশিতে কর্মে
গোপনে বাজে মনোবীণা
সুধা না দাও, দেবে না বেদনা
সে কামনার বীজ
বপন করেছি।

চলে এসো এই কিনারায়

বসন্তের এক প্রাতঃসমীরণে
উদয় হয়েছিল কামনার এক অনুভূতি
এই মনে
পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের লালিমায়
হৃদয়ের রক্তপ্রবাহের শিরায় শিরায়
কামনাভূতির সে রক্তস্রোত
আজো বয়
এ গোধুলি লগনে
হৃদয়ে সযতন লালনে।

হৃদয়ে থেমে গেলে সে রক্তস্রোত
হার্ট ফেলে দেহ হয়
নিথর ভূত
প্রবাহ, তুমি বহ আমার হৃদয় শিরায়
চলে এসো এই কিনারায়।

নিদ্রা

প্রেম মানে
তুমি ঘুমিয়ে পড়বে না
নিদ্রার স্বপনে
মধু পাবে না।

প্রেম যখন ধরা দেয়

প্রেম যদি ধরা দেয়
হারিও না অবহেলায়
অবচেতনে
গ্রহণ করো তাকে
অতি যতনে।

উবে যদি যায়
রজনীগন্ধার রেণু
ছুটে যায় উল্কা
পাবে না ফিরে
শত নিবেদনে।

প্রেম মানে

প্রেম মানে ত্যাগ
ত্যাগ নেই
প্রেম নেই
আছে শুধু
ছলনার ব্যাগ।

অভিসার

কামনার ভালবাসা প্রেম
এসেছে তোমার কাছে
রাতের আঁধারে
বুকে জড়িয়ে নাও তারে
জাগরিত মিলনে
কেনো তৃপ্ত তুমি
শুধু কল্পনার স্বপনে
নিদ্রার শয়নে।

চশমা

শিশির বিন্দু
তৈলাক্ত কচুরি পাতায়
প্রস্ফুটিত পুষ্প
প্রকৃতি-উদ্যানের কানায় কানায়
সিন্ধুর প্রবাহ আর ধানের ক্ষেতে
সবুজ পত্রের পরতে পরতে
প্রিয়ের ডাগর চোখে
উষ্ণ আঁসুতে
খচিত অংকিত অজস্র কথন
চলে তার প্রজ্ঞার পঠন
অন্তর্দৃষ্টির স্বচ্ছ চশমায়।

বৃত্ত

যাকে ভালবাসি
তার নাম লিখে
এঁকে দিলাম বৃত্ত
নামের চারদিকে।

বৃত্ত আঁকতে চাই
হৃদয় আঁকতে চাই না
হৃদয় ভাঙ্গা যায়
বৃত্ত ভাঙ্গা যায় না।

নাগাল পাই না

দু আঙ্গুলের মাঝে
একটু ফাঁক থাকে
আরেকটা আঙ্গুল নিতে
ভালবাসি যাকে।

ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক পাই
পরশ পাই না।
ছুঁই ছুঁই করেও তার
নাগাল পাই না।

ভালবাসি

কি করে বুঝাবো তোমায়
কতো ভালবাসি
যদি পাই তৃপ্ত তোমায়
আনন্দে ভাসি।

শৈত্য প্রবাহ

এ শৈত্য প্রবাহ
হাড় কাপানো শীত
তরঙ্গিত সুর প্রবাহ
তোমারি মৃদু সঙ্গীত।

ঘন কুয়াশায় অগ্নিশিখা
আগুন তাপানো প্রাতে
ঝলকে উঠে বহ্নিশিখা
তোমারি উষ্ণতাতে।

উইন্ডশিল

তুমি
শীতের কাঁথা
উমের কম্বল
কাশ্মীরি শাল
উলের জাম্পার
সুয়েটার।

উইনিপেগের পার্কা
বরফ বৃষ্টিতে
সেন্ট্রাল হিটিং
তবু হায় এই
মর্মবেদনার চিটিং।

গতর কাঁপে
জন্মদিনের ড্রেসে
প্রচণ্ড বরফায়িত
উইন্ডশিলে।

প্রেম

প্রেম
তুমি আঁখিজল
আসুতে ভেসে যাওয়া নদী
ছলছল
কলকল।

প্রেম
তুমি বেদনা
হারিয়ে পাওয়া
পেয়ে হারানো
হারানো মনে সদা
অকুল
বেকুল
চঞ্চল।

অতলান্ত সাগর

অসীম তুমি
সীমানাহীন
ডেকে যাই তোমায়
বিরতিহীন।

যতই খুঁজি
যতই চাই
অতলান্ত সাগরে
হারিয়ে যাই।

রক্তগোলাপ

এই মহা উদ্যানে
ঘুরেছি এদিক সেদিক
ফিরেছি সর্বত্র
ক্ষণে ক্ষণে
তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত মনে
ফুল নেই
নেই ফুলকলি।

নিভৃত কেন্দ্রাভ্যন্তরে
ফুটন্ত এক রক্ত গোলাপ
একাকী অনন্য
শত গুণে ধন্য
হাতছানি দেয়
প্রেমাহ্বানে
পরতে পরতে
প্রেম পাঁচালি।

ডাকে ভ্রমরে
মধু আহরণে
নিরন্তর বলে যায়
স্পর্শ করো আমায়
আমি তোমার
তুমি আমার
দু'জনে দু'জনার।
ছুঁয়েও ছুতে পারিনি
শুধু দাঁড়িয়ে
দিবস যামিনী।

গহীন রাতে

গহীন রাতে
ফুল সহ্যায়
গোপনে ডাকো
এতো লজ্জায়।

দেইনি সাড়া
এই শীতে
পারিনি তবু
মধু নিতে।

ঝড়

তুমি কি ডেকেছো আমায়
ইঙ্গিতে
মৃদু সঙ্গীতে
ঊর্ধ্বাকাশের তারার মেলায়।

তুমি কি
ঝড় তুলেছো
কাল বৈশাখীর
দুরন্ত মেঘে
সাড়া দেইনি বলে
প্রেমাহ্বানে।

টার্বুল্যান্স

মহাকাশে
ছেড়া ছেড়া মেঘসমুদ্রে
চলেছে বোয়িং
সেভেন ফোর সেভেন
ডানা মেলে
সন্তরণে।

শুভ্র স্বচ্ছ
তুলার মালা
উড়েছে পাশাপাশি
গায়ে গায়ে
চুমুর উষ্ণতা দিয়েছো
মাইনাস থার্টি টু
ট্যাম্পারেচারে।

দৈবাৎ
আছাড় খেয়ে
এই ভয়ংকর টার্বুল্যান্সে
সে কি
অধরে অধর চিবুকে চিবুক
আলিঙ্গনে চম্বুন
দিইনি বলে।

বেসুরু

তারার মেলা
চোখের ইঙ্গিত
আকাশে বিলায়
প্রেম সঙ্গীত।

বেসুরু এই প্রাণ
তোলে না সুর তরঙ্গ
নির্বোধ উড়ে শুধু
চঞ্চল বিহঙ্গ।

স্পন্দন

এই পৃথিবীতে
জীবন আছে
এখানে যেহেতু
পানি আছে।

এই আমাতে
স্পন্দন আছে
যেহেতু তোমার
পরশ আছে।

ফাঁদ

তোমাকে পেলে
হৃদয় নাচে
সব হারালেও
জীবন বাঁচে।

তোমাকে হারালে
প্রাণ কাঁদে
ধরা পড়েছি
তোমার ফাঁদে।

পরশ

জীবন
মরণ
শয়ন
স্বপন
তোমার পরশে ভরা।

খাট
হাট
মাঠ
ঘাট
সবই তোমার ধরা।

ইশ্‌ক

তুমি আসবে গোপনে
দীঘল রজনী বাতায়নে
প্রতীক্ষায় কেটে যায়।

এসে তুমি চলে গেলে
বিমুগ্ধ অনুরাগী ফেলে
নিঝুম নিরালায়।

প্রেমাগ্নি জ্বলে অবিরত
চিত্তচোরে বিনিদ্র বিমোহিত
তৃষ্ণার্ত পিয়াসায়।

বক্ষজোড়া উষ্ণতা মধুরতা
ছড়িয়ে উন্মুক্ত কোমলতা
ডাকো ইশারায়
ইশ্‌ক কিনারায়।

প্রাণহীন প্রাণ

আমি দেহ
তুমি প্রাণ
প্রেম ভালবাসা
প্রাণের প্রাণ।

তুমি বিহনে
দেহ নিষ্প্রাণ
ভালবাসা বিহনে
প্রাণহীন প্রাণ।

অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ১৯৫৩ সালের ১লা মে নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পীরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আল্লামা আব্দুল খালেক, মাতা মরহুমা আয়েশা খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগে প্রভাষকের চাকুরী নিয়ে শিক্ষকতা জীবন শুরু করে একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। অতঃপর মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘ সময় কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেন অধ্যাপক, ডীন ও সিনেট সদস্য হিসেবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে রয়েছে- ইন্টারন্যাশনাল ম্যান অব দ্যা ইয়ার ইন এডুকেশন ২০০০-২০০১; জার্নালিস্ট সোসাইটি ফর হিউমান রাইটস এন্ড ওয়েলফেয়ার ২০০৫; কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শিক্ষা পুরস্কার ২০০৮; স্বাধীনতা সংসদ পদক শিক্ষা ২০০৯; মাদার তেরেসা স্বর্ণ পদক ২০০৯, ভিন্নমাত্রা এ্যাওয়ার্ড-২০১১। বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য তিনি।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ফেরাউনের দেশে; দাদুর আড্ডায় নজরুল; এই আমার বাংলাদেশ; বাজুকরং; আমিও উড়তে চাই; তুমিও করতে পারো; গল্প ছড়ার মেলা; আমি সভাপতি শিয়াল বলছি ইত্যাদি। এছাড়াও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকে তাঁর অসংখ্য ছড়া, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।